স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয় পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পাঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে মাঘ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 13th Feb. 1963 { ৩৮শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarkar

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রূপে চাকচিক্য ও নিপুণতা আবাবে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সহরবাসীর অপূর্ব্ব সুযোগ

আমাদের উপর আপনার চাউল তৈয়ারীর ভার দিন। আমরা নিজ তত্ত্বাবধানে ধান সেদ্ধ করাইয়া ভাতের চাল, মুড়ির চাল তৈয়ারী করাইয়া দিই। বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। সৌরীন্দ্র-মোহন চৌধুরী, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলা অথবা মিঞাপুরের "দেবেন্দ্র চাউল ও আটা কলে।"

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে মাঘ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

সোনার কথা

—০—

কায়স্থ ও স্বর্ণকার সম্বন্ধে আমাদের গ্রামের এক বৃদ্ধ নরসুন্দর একটি গল্প বলিতেন। গল্পটি মুখে মুখেই চলে আসছিল। এখন গ্রামে গিয়ে দেখলাম—হালের কেহই গল্পটি জানে না। যদিও সোনা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করার সময় এটা নয় তবুও মনে হয় লিখে রাখা উচিত। শুনুন—

এক জমিদারের এক প্রাচীন কায়স্থ আদায়কারী ছিলেন। আমাদের দেশে এই কর্ম্মচারীর নাম কেহ বলেন 'তহশীলদার' আবার কতক লোক তার নাম 'গোমস্তা'ও বলেন। গোমস্তার ঠিক উপরের কর্ম্মচারীকে 'নায়েব' বলে।

কায়স্থ গোমস্তাটির পদোন্নতি হ'য়ে নায়েব হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী এই সংবাদ শুনে স্বামীকে ধ'রে বসলেন—এবার তাকে (স্ত্রীকে) একখানা সোনার গহনা না দিলে আত্মহত্যা করবে। নায়েব বাবু স্ত্রীকে বুঝিয়ে বল্লেন—দেখো যখন স্বর্ণকারের বাড়ী গিয়ে ডাকবো "স্বর্ণকার" তখন সে মনে মনে বলে "স্বর্ণের খাঁটি অংশ খানিক আমার আর বাকি সব ভেজাল মিশিয়ে তোমার।"

গিন্নি—তোমার সোনা চুরি করবে স্যাঁকরা!

তোমার বুদ্ধির কাছে স্যাঁকরার বুদ্ধি!

দেখবো এবার কায়েত বড় কি স্যাঁকরা বড়।

নায়েব বাবুকে যেতে হলো স্যাঁকরা বাড়ী। এক-খানা বিশুদ্ধ সোনার বাট নিয়ে নায়েব বাবু স্বর্ণকারের কারখানায় গিয়ে বল্লেন—এই খাঁটি সোনার একটু কেটে রেখেছি। গয়না হ'লে কষে দেখবো এক হয় কি না।

স্বর্ণকার—বসুন নায়েব বাবু, আপনার সামনে গলিয়ে ওজন করে দেখিয়ে দিচ্ছি খাঁটি সোনা আজকাল কবিরাজ মশায়রাও ঔষধ করার জন্য পান না। এই বলে স্বর্ণকার তার ডাক্তারদের মেজর গেলাসের মত পীদিম মুখো মাটির পাত্র বের ক'রে সোনা টুকরো টুকরো ক'রে হাপরে কয়লা দিয়ে ঘুঁটে দিয়ে ধুমো ক'রে ভাঙা তালপাখার বাতাস দিয়ে নায়েবের চোকের দিকে ধুমো চালাতে লাগলো। নায়েব চাদর মুখে দিয়ে এক দৃষ্টে হাপর ও স্বর্ণকারের হাতের চিমটের দিকে চেয়ে রইলেন। দেখলেন—চিমটেতে কাঁচা কয়লা ধরে অর্দ্ধগলিত সোনা আবর্ত্তন করতে করতে পাত্রটিকে একটু বাঁকা করে তরল সোনা হাপরে বাঁকিয়ে ঢেলে দিলে। স্বর্ণকারেরা দুই ভাই ব্যস্ত হ'য়ে নায়েব বাবুর কাজে লেগে গেছে। এক ভাই চিমটে দিয়ে গোটা সোনার টুকরো কারখানার জলের মধ্যে চিমটে ঠাণ্ডা করা উদ্দেশে ও হাপরের সোনা ঠাণ্ডা হতেই কয়লা মাখা অবস্থায় জলের পাত্রে ফেলে দিলে। যে ভাই প্রথমে কাটা টুকরো নিয়েছিল, সে তা ধূলোর মধ্যে রাখে, অন্য ভাই সেটিও জলে ফেলেছে। নায়েব বাবু স্বর্ণকারদের ব্যস্ত অবস্থায় নিকটস্থ কলকেতে নিজ হস্তে তামাক সেজে জলের পাত্রে হাত ধুইবার অছিলায় জলের দুই সোনাই তুলে নিয়ে ট্যাঁকে গুজেছেন। ধূলোয় সোনা রাখা ভাই সেখানে সোনা না পেয়ে গান ধরেছে—

"এইখানে আমার গৌর ছিল,
গৌর নিলে কে?"

অপর ভাই—অনুরাগে তোমার গৌর
জলে ডুবেছে।

নায়েব বাবু—তোমাদের গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ ক'রে
গৌর আমার ট্যাঁকে উঠেছে।

নায়েব বাবু তার সব সোনা নিয়ে বাড়ী এসে গিন্নীকে দিয়ে বল্লেন—এবার লাটের টাকা দাখিল করার সময় জমিদার বাবুর বাড়ীর অলঙ্কার পোদ্দার বাড়ীতে বন্ধক দিব না, তুমি বন্ধক নিও। দিনে সে সব গায়ে দিও না, শোবার সময় সালঙ্কৃতা হ'য়ে নিদ্রা যাবে। কেউ জানবে না—চোর ডাকাতেও নিতে পারবে না।

—

স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ

—০—

কৈলাস-শিখরমধ্যে যত ধাতু ছিল,
তার মধ্যে লৌহ আসি স্বর্ণকে নিন্দিল।
"নিগুর্ণ হইয়া কর রূপের গৌরব,
শিমুলের ফুল যেন বিহীন-সৌরভ।
নিগুর্ণ হইয়া যেবা বাঁচে পৃথিবীতে,
উচিত না হয় তার মুখ দেখাইতে।"
অসহ্য জাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়,
সাপের মাথায় যেন ভেকে প্রহারয়।
স্বর্ণ বলে, "লৌহ তুমি হীনবর্ণ হও,
আমার সঙ্গেত যুঝ সমতুল নও।
উত্তমে অধমে যদি হয় বাক্যব্যয়,
অধমে ছাড়িয়া দোষ উত্তমকে দেয়।
উত্তমকে বাক্যজ্বালা মৃত্যুতুল্য হয়,
অধমকে পদাঘাতে হেসে কথা কয়।
ত্রিভুবন মধ্যে আমি উত্তম ভূষণ,
উত্তম বলিয়ে সবে করে আকিঞ্চন।
তোমাতে আমাতে চল সভা মধ্যে যাই,
কাহারে আদর করে বুঝিব বড়াই।"
এ কথা শুনিয়া লৌহ ক্রোধে উঠে জ্ব'লে,
আপন গৌরব করি স্বর্ণে কিছু বলে।
"আমি যেই ক'রে দিই তোমার নির্ম্মাণ,
তাই সে সকলে করে তোমার সম্মান।
দেউল জাঙ্গাল আদি দীঘি সরোবর,
আমি সে খনন করি পর্ব্বত-শিখর।
অরণ্য কাটিয়ে আমি নগর বসাই,
দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী সাজাই।
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্বলোকে খায়,
আমা হ'তে সর্ব্বলোক ভয়ে ত্রাণ পায়
আমি যেই ক'রে দিই লেখনী নির্ম্মিত,
তবে হয় মানুষের পুস্তক লিখিত।
আমা ছাড়া কোন্ কর্ম্ম আছে পৃথিবীতে?
বিবেচনা ক'রে বুঝ প্রভেদ তোমাতে।
সভামধ্যে যেতে বল কোথা যাবে চল,
সহজে দুর্ব্বল তুমি সোহাগাতে গল
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা যদি থাকিত তোমার,
তা হ'লে নখরে ক্ষিতি করিতে বিদার।"

এ কথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্তলোচন,
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেন লোহিতবরণ।
স্বর্ণ বলে, "কাল-দোষে সব হৈল হত,
নীচ হৈল উচ্চগামী উচ্চ হৈল নত।
যাহারে দেখেছি পূর্ব্বে অশ্ব-পদতলে,
সেই ব্যক্তি কটু উক্তি আমারে যে বলে।
তোমাতে আমাতে দূর লক্ষৈক যোজন,
নৃপতি-মস্তকে আমি মুকুটভূষণ!
কামিনী-শরীরে আমি নানা অলঙ্কার,
যতনে রেখেছে মোরে গলে করি হার।
মণিমুক্তা প্রবালাদি যত রত্ন আছে,
আমাতে জড়িত হয়ে উজ্জ্বল হয়েছে।
লৌহ ছাড়া কোন কর্ম্ম নাহি পৃথিবীতে,
এখনি কহিলি তুই আমার সাক্ষাতে।
সত্য বটে সিঁদ কাট তস্করের করে;
গো-হত্যার হেতু আছ কসাইর ঘরে।
চর্ম্মকার-গৃহে আছ নানা অস্ত্র হয়ে,
জীব-হিংসা হেতু আছ পৃথিবী ব্যাপিয়ে।
হিংসকের দুরবস্থা পদে পদে হয়,
বেহায়া হিংসক তবু হিংসা না ছাড়য়।
হিংসা পাপ অতি মন্দ কভু নহে ভাল,
হিংসার কারণে তোর বর্ণ হ'ল কাল।
হিংসার কারণে তোর অল্প মূল্য হ'ল,
ধাতুমধ্যে তোরে অতি জঘন্য করিল।"
স্বর্ণের বচনে লৌহ জ্বলিয়া উঠিল,
মূর্ত্তিমান্ অগ্নি প্রায় বলিতে লাগিল।
"রতি মাষা যবে যার হয় পরিমাণ,
সেই ব্যক্তি হ'তে চায় আমার সমান!
আপন ওজন লোকে বুঝে যদি চলে,
উত্তম বলিয়া তবে সকলেতে বলে।
স্বর্ণ বিনা সংসারের কিবা আসে যায়?
লৌহ না থাকিলে লোক কত দুঃখ পায়।
পথে যেতে তুমি স্বর্ণ সঙ্গে থাক যার,
রক্ষা কি করিবে, তার প্রাণে বাঁচা ভার।
আমারে লইয়া যাক্, লিখে দিতে পারি,
যদি তার বিঘ্ন হয় বৃথা নাম ধরি।
অনর্থক হিংসা তরে না ধরি জীবন,
সাক্ষী তার আছয়ে ভারত রামায়ণ।
রামপ্রিয়া সীতা হরেছিল দশানন,
আমা হৈতে হৈল পাপী সবংশে নিধন।
দুষ্ট দুর্য্যোধনে করি পরাজয় রণে,
যুধিষ্ঠিরে বসালেম রাজ-সিংহাসনে।
দুষ্টের দমন আর মহতের হিত,
এই মোর কুলধর্ম্ম জগতে বিদিত।
সম্মুখ যুদ্ধেতে যার মাথা কাটা যায়,
কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তার যশ গায়।
আপন গৌরব করা উপযুক্ত নয়,
কোকিল যে কাল তাতে কিবা আসে যায়?"

ফিলিপ্‌স ফিলেটা

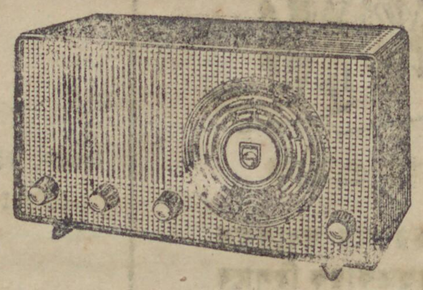

মডেল ঃ বি ৩ সি এ ১৭ ইউ
মূল্য ঃ—৩২৯৲ টাকা
বৈশিষ্ট্য ঃ—পাঁচ ভালব্; এ. সি/ডি.সি তিনটি ওয়েভ ব্যাণ্ড; জোরালো ৫" লাউড স্পীকার, বিল্ট-ইন এরিয়েল, উঁচু স্বরের নিয়ন্ত্রণ, নিখুঁত স্পষ্ট আওয়াজ। এ ছাড়া ফিলিপ্‌স এর বিভিন্ন মডেলের রেডিও সেটের জন্য আজই আসুন।

অনুমোদিত ফিলিপ্স ডিলার
PHILIPS
সরকার রেডিও
জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

WANTED the following teachers for the Raghunathganj Girls' H. S School. P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad Applications should reach the Secretary by 27. 2. 63 (1) Two lady graduates (preferably B. T.) (2) One (whole or part time) Hons. Graduate or M. A. (II) in Economics. Pay according to scale.

আকস্মিক মৃত্যু

গত ২৯শে মাঘ মঙ্গলবার বেলা দশ ঘটিকার সময় স্থানীয় মহকুমা অফিসের ষ্টেনোগ্রাফার শ্রীঅরবিন্দ নন্দী মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী য়্যাপোপ্লেক্সি রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। অরবিন্দ বাবুর পিতৃবিয়োগের পর মাতৃদেবী তাঁহার দুই পুত্রকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মৃত্যুকালেও মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। দুই পুত্রের জন্য ভাত বাড়িয়া ঘি আনিবার জন্য অন্য ঘরে যাইতে হঠাৎ অচেতন হইলেন। আর চেতনা পাইলেন না। পাড়ার সকলেই তাঁহাদের শোকের সময় প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য করিয়াছেন। মাতৃহীন অবস্থায় মায়ের নশ্বর দেহের সৎকারের জন্য তাঁহাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। অরবিন্দ বাবু বোধ হয় জানেন না—অনেক বিধবা এমন কি দুস্থা সধবাও তাঁহাদের মায়ের দেহত্যাগকে ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় অরবিন্দ বাবুর বাসায় আসিয়া যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় আত্মার অক্ষয় শান্তি আমাদের কামনা।

মর্ম্মান্তিক

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফ শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় নীচে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে য়্যাম্বুলেন্স যোগে বহরমপুর হাসপাতাল লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে মারা গিয়াছে। এই ঘটনায় পরিবারস্থ সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে দয়াময় ভগবানকে দত্তাপহারী বলিয়া সান্ত্বনা পাইতে ইচ্ছা করে।

পরলোকগমন

জঙ্গিপুরের স্বনামধন্য উকিল স্বর্গীয় কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের পৌত্র অমিয়মোহন রায় মহাশয় ৬৪ বৎসর বয়সে গত ২৫শে মাঘ শুক্রবার বহরমপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।